মানসম্মত শিক্ষা ও মানবতার জন্য শিক্ষাব্যবস্থার জাতীয়করণ জরুরি

ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর

শিক্ষা : শিক্ষা সকলের জন্য একটি মানবাধিকার এবং সেই অধিকার অবশ্যই অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ন্যায়সঙ্গত হতে হবে। শিক্ষা জীবনকে রূপান্তরিত করে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও উন্নয়নকে টেকসই করে। শিক্ষার সংজ্ঞা বিভিন্ন ক্ষেত্রের তাত্ত্বিকদের দ্বারা বিভিন্ন সময়ে অন্বেষণ করা হয়েছে। অনেকে সম্মত হন যে, শিক্ষা একটি উদ্দেশ্যমূলক কার্যকলাপ যার মধ্যে রয়েছে জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, অভ্যাস এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসহ অনান্য গুণাবলির সমাহার।

জাতীয়করণ : জাতীয়করণ হল ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পদকে একটি জাতীয় সরকার বা রাষ্ট্রের জনগণের মালিকানার অধীনে এনে সরকারী সম্পদে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়া। প্রাক্তন মালিকদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ সহ বা ছাড়াই জাতীয়করণ ঘটতে পারে। জাতীয়করণকে সম্পত্তি পুনঃবন্টন থেকে আলাদা করা হয় যাতে সরকার জাতীয়করণকৃত সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য-৪ (গুণগত শিক্ষা) : টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-৪ এর দশটি লক্ষ্য রয়েছে যা শিক্ষার বিভিন্ন দিককে অন্তর্ভূক্ত করে। তার মধ্যে সাতটি লক্ষ্য রয়েছে যা প্রত্যাশিত ফলাফল এবং তিনটি লক্ষ্য যা এই লক্ষ্যগুলি অর্জনের উপায় হিসেবে বিবেচিত হয়।

৭টি প্রত্যাশিত লক্ষ্য-

৪.১. শৈশবের বিকাশ এবং সর্বজনীন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা।

৪.২. সর্বজনীন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা।

৪.৩. কারিগরি/বৃত্তিমূলক এবং উচ্চ শিক্ষায় সমান প্রবেশাধিকার।

৪.৪. উপযুক্ত কাজের জন্য প্রাসঙ্গিক দক্ষতা।

৪.৫. লিঙ্গসমতা এবং অন্তর্ভুক্তি।

৪.৬. সর্বজনীন যুব সাক্ষরতা।

৪.৭. টেকসই উন্নয়ন এবং বিশ্ব নাগরিকত্বের জন্য শিক্ষা।

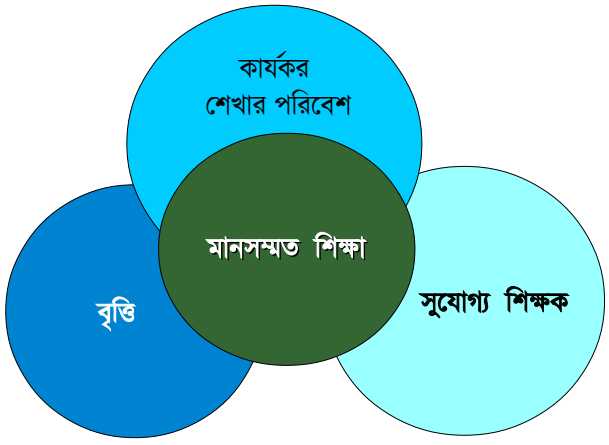

বাস্তবায়নের ৩টি উপায়-

৪ (ক) কার্যকর শেখার পরিবেশ।

৪ (খ) বৃত্তি।

৪ (গ) ২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতাসহ যোগ্য শিক্ষকের সরবরাহ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা।

একবিংশ শতাব্দীর জন্য শিক্ষা : জাতিসংঘ শিক্ষার ক্ষেত্রে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জগুলিকে মোকাবেলা করে গুণগত শিক্ষা বাস্তবায়নের দায়িত্ব ইউনেস্কোকে অর্পন করেছে। ইউনেস্কো মিশনের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে শিক্ষা। সংস্থাটি জাতিসংঘের একমাত্র সংস্থা যা শিক্ষার সমস্ত দিককে বিবেচনা করার জন্য আদেশ প্রদান করে। সংস্থাটিকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য-৪ এর মাধ্যমে বিশ্ব শিক্ষা ২০৩০ এজেন্ডা বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। **এটি অর্জনের রোডম্যাপ হল Education 2030 Framework for Action (FFA)।**

ইউনেস্কো শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী এবং আঞ্চলিক নেতৃত্ব প্রদান করে। এই সংস্থা বিশ্বব্যাপী শিক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে এবং লিঙ্গ সমতা রক্ষার ক্ষেত্রে একটি অন্তর্নিহিত তাৎপর্যসহ সমসাময়িক বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জগুলিকে মোকাবেলা করে। এর বিস্তার প্রাক-বিদ্যালয় থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত বিস্তৃত এবং তার পরেও শিক্ষাগত উন্নয়নকে অন্তর্ভুক্ত করে। থিমগুলির মধ্যে রয়েছে বিশ্বব্যাপী নাগরিকত্ব, টেকসই উন্নয়ন এবং মানবাধিকার।

শিক্ষার সাথে আইসিটির সমন্বয় ঘটিয়ে মানসম্মত শিক্ষা অর্জন করা সম্ভব

শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয়করণে সুবিধা : উচ্চ শিক্ষার ভিত্তি মজবুত হতে পারে না যদি না শক্তিশালী এবং উচ্চ মানের মাধ্যমিক শিক্ষা (মিডেইল লেভেল) না হয়। এ জন্য সবার আগে প্রয়োজন মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন। মাধ্যমিক শিক্ষা জীবন বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তরে শিক্ষার দায়িত্ব বহন করে যাহা শিক্ষার্থীদের সার্বিক জীবন বিকাশের প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করে। শিক্ষাব্যবস্থার জাতীয়করণ সম্ভব হলে দেশে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত হয়ে যোগ্য ও দক্ষ নাগরিক তৈরি হবে যারা দেশকে সফলতার শিখরে নিয়ে যাবে।

১. দেশের সুনাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক চেতনা জাগ্রত করা যায়। মানসম্মত শিক্ষাই এই কাজের সূচনা করতে পারে।

২. গণতান্ত্রিক চেতনার পাশাপাশি চরিত্রবান নাগরিক তৈরিতে মানসম্মত শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে।

৩. মানসম্পন্ন শিক্ষার মাধ্যমেই শিক্ষার্থীরা দেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা ইত্যাদির সাথে পরিচিত হবে এবং এর সংরক্ষণ, প্রচলন ও পুনরুজ্জীবনে সহায়তা করবে।

৪. দেশে উপযুক্ত নেতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে, মানসম্মত শিক্ষার অন্যতম কাজ হল প্রকৃত নেতা তৈরি করা। যারা দেশকে উন্নয়নের শিখরে নিয়ে যাবে।

৫. মানসম্মত শিক্ষা হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই শিক্ষার সাহায্যে শিক্ষার্থীরা জীবন সংগ্রামের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করবে এবং জীবিকা নির্বাহের উপযোগী করে গড়ে তুলবে।

৬. বৃত্তিমূলক দক্ষতা দিয়ে নাগরিক তৈরি করতে হবে এবং বৃত্তিমূলক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৭. দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির চেতনা জাগ্রত করতে হবে।

৮. দরিদ্রদের শিক্ষার সুযোগ বাড়বে এবং খরচ কমবে।

৯. গ্রামের মানুষকে উচ্চ শিক্ষার জন্য শহরে ছুটতে হবে না।

১০. ভালো-মন্দ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোনো প্রচলিত ধারণা থাকবে না।

১১. সকলের জন্য শিক্ষা, বিশেষ করে নারী শিক্ষা এবং কর্মজীবনমুখী বা কারিগরি শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি লাভ করবে।

১২. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র খরচ বেশি কিন্তু শিক্ষকের বেতন কম। সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর খরচ কম কিন্তু শিক্ষকের বেতন বেশি।

১৩. শিক্ষাব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হবে যা একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জগুলিকে মোকাবেলা করে গুণগত শিক্ষা বাস্তবায়নের পথ মসৃণ করবে।

বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থার অসুবিধা :

১. দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রদান করা হয়নি।
২. সময়ে সময়ে শিক্ষা ব্যবস্থার সুপারিশগুলি মোটেই মনস্তাত্ত্বিক নয়।
৩. যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ্য শিক্ষক, উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক এর অভাব রয়েছে সেগুলি কীভাবে সংস্থান বা সরবরাহ করা হবে তা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি।
৪. বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য মানসম্মত বিজ্ঞানাগার, বিজ্ঞানাগারের যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের যথেষ্ট বিকাশ ঘটানো সম্ভব হয়নি।
৫. একটি স্ট্রীম বেছে নেওয়ার ফলে অন্য স্ট্রীম থেকে বিষয় নির্বাচন করার কোন সুযোগ নেই। এতে সার্বিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়।
৬. শিক্ষক এবং অভিভাবকদের দ্বারা ভুল নির্বাচন সংশোধন করার কোন উপায় নেই কারণ তারা উপযুক্ত নির্বাচনের ক্ষমতা এবং যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম নয়।
৭. মূল ধারার বিন্যাস বা ঐতিহ্যগত পদ্ধতিকে বাদ দিতে পারেনি। ফলে সার্বিক উন্নতি হয়নি।
৮. ঐতিহ্যবাহী সংকীর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে পারে না।
৯. অতিরিক্ত সহ-পাঠ্যক্রম শিক্ষা কখনই বাস্তবমুখী নয়।
১০. শ্রেণিকক্ষে অত্যধিক শিক্ষার্থীর কারণে শৃঙ্খলার চরম অভাব।
১১. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেতন, ভর্তি ফি, সেশন ফি এবং বোর্ড পরীক্ষার ফি-সহ যাবতীয় আয় ও ব্যয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়নি।

উপরোক্ত ত্রুটিগুলো ছাড়াও শিক্ষকদের উদাসীনতা, প্রচলিত পাঠ্যক্রম, যান্ত্রিক ও প্রাণহীন শিক্ষা পরিকল্পনা, প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব, অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের পাঠদান ইত্যাদি নানা কারণে আমাদের দেশে মানসম্মত শিক্ষা পিছিয়ে যাচ্ছে।

শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয়করণ কেন ? শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান সকল দুর্নীতি ও বৈষম্য দুর করতে হলে শিক্ষাকে জাতীয়করণ করতেই হবে। বাংলাদেশে পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে চলা লড়াই ও সংঘাতের ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মারাত্মকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে, অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, প্রাকৃতিক সম্পদের অবনতি হয়েছে এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্ব খণ্ডিত হয়েছে। তাই বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বৈষম্য প্রকট এবং তা দুর করতে জাতীয়করণের বিকল্প নেই।

প্রাথমিক শিক্ষা পরবর্তী শিক্ষার ধরন , ব্যবস্থাপনা , প্রতিষ্ঠান , শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সংখ্যা - ২০২২

শিক্ষার ধরন	ব্যবস্থাপনা	প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা	শিক্ষার্থী সংখ্যা
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারি	১৮২৮০	২৩৩২২৫	৮৩৬০৪৪৫
	সরকারি	৬২৭	১৩৭৮৮	৫২৯২২৯
	মোট	**১৮৯০৭**	**২৪৭০১৩**	**৮৮৮৯৬৭৪**
স্কুল ও কলেজ	বেসরকারি	১৩৮২	৫৫৬৯১	১৪৮৬০৮৭
	সরকারি	৬৪	২৬৮৬	৯৬৯১৩
	মোট	**১৪৪৬**	**৫৮৩৭৭**	**১৫৮৩০০০**
কলেজ	বেসরকারি	২৬৬৪	৮৬৯১৭	১৮৬১২৭২
	সরকারি	৬৩৭	২৯৩০৮	২৫২৬৭৩৩
	মোট	**৩৩০১**	**১১৬২২৫**	**৪৩৮৮০০৫**
মাদ্রাসা *[১]*	বেসরকারি	৯২৬৫	১১৮৯২৭	২৭৫৫১৫০
	সরকারি	৩	৮১	৭১২৭
	মোট	**৯২৬৮**	**১১৯০০৮**	**২৭৬২২৭৭**
কারিগরি ও ভকেশনাল	বেসরকারি	২২২৫	২৮৯০৭	৫০০৪৯৯
	সরকারি	৩২২	৮১৯২	২৭৯৬৯৬
	মোট	**২৫৪৭**	**৩৭০৯৯**	**৭৮০১৯৫**
মোট	**বেসরকারি + সরকারি**	**৩৫৪৬৯**	**৫৭৭৭২২**	**১৬৮২০১৫১**

সূত্র: বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস), শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
[১] এছাড়াও, মাদ্রাসার সংযুক্ত ইবতেদায়ি বিভাগে 1258413 জন (মেয়ে: 639005) শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে।

মানসম্মত শিক্ষার পূর্ণতাঃ : একটি দেশের সার্বিক উন্নতির জন্য মানসম্মত শিক্ষা ও প্রযুক্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। দেশে বিদ্যমান শিক্ষার উন্নতির জন্য ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে এই চাহিদা পূরণ করা যেতে পারে।

এই বৈজ্ঞানিক যুগে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, একটি জাতির অর্থনৈতিক ও নৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা মানে শিক্ষা ও প্রযুক্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা। আমরা একটি গৌরবময় জাতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদে আশীর্বাদপুষ্ট, এগুলোকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে জাতি সমৃদ্ধ হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। একটি জাতির ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি মূলত উন্নত মানের মানসম্মত শিক্ষা ও প্রযুক্তির অগ্রগতির উপর নির্ভর করে।

আমরা নিশ্চিত যে, এই ব্যবস্থাপনাগুলির আলোচনা এই প্রচেষ্টায় ব্যাপকভাবে অবদান রাখবে। পরিশেষে বলে যায় যে, অধ্যয়নের পরিধি যেহেতু খুবই সীমিত, তাই নিশ্চিত করে কিছু ধরা যায় না। এই গবেষণাটি অনুসন্ধানের একটি ক্ষেত্র হিসাবে মনোনিবেশ করেছে, যার বিভিন্ন উপায় রয়েছে এবং যার উপর গবেষকরা কাজ করতে পারেন। এই ধরনের গবেষণা দেশের ভবিষ্যৎ মানসম্মত শিক্ষার নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সাহায্য করবে। স্বল্প উন্নত ও কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির আমাদের এই দেশ শিক্ষার অনগ্রসর ও অগ্রবর্তী লিঙ্কের উপর অনেকটাই নির্ভরশীল।

বর্তমান শতাব্দী জ্ঞানের আদান-প্রদানের দাবি রাখে। এই গবেষণার কাজে যারা গবেষণা এলাকা থেকে দূরে অবস্থান করছেন তাদের সাথে যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি জড়িত। এই ধরনের গবেষণা বাংলাদেশের মানসম্মত শিক্ষা ও প্রযুক্তির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

আশা করা যায় যে, উপস্থাপিত এবং নথিভুক্ত এই ফলাফলগুলি শিক্ষার্থীদের বোঝার জন্য উপযুক্ত এবং শিক্ষক, শিক্ষা প্রশাসন, অভিভাবক, গবেষক, বিষয় বিশেষজ্ঞ ও সম্প্রসারণ কর্মীদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ ও আপডেট করতে সাহায্য করবে এবং বস্তুগতকরণের জন্য তাদের ক্ষেত্রে বার্তা বহন করবে। মানসম্মত শিক্ষা হচ্ছে সভ্যতা ও অগ্রগতির ইতিবাচক হাতিয়ার। তাই শিক্ষা ও প্রযুক্তির প্রতিটি ক্ষেত্রে বোঝাপড়া ও সহযোগিতার মাধ্যমে টেকসই অগ্রগতির জন্য প্রচেষ্টা করা এবং আমাদের দায়িত্ব ও কাজের প্রতি সুবিচার করা প্রয়োজন।